দৈনিক ইত্তেফাক

071

তারিখ 18 SEP 1988
পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

দৈনিক
ইত্তেফাক

রবিবার, ১লা আশ্বিন, ১৩৯৫

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঃ কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব

ঢাকার সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটির মেয়াদ আগামী ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বর্ধিত করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য, বন্যার পানি নামিয়া যাইতে বিলম্ব হওয়ায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। অন্যদিকে ঢাকার বাহিরের জেলাগুলির বন্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার তারিখ নির্ধারণের দায়িত্ব অর্পিত হইয়াছে জেলা প্রশাসনের উপর। অর্থাৎ বন্যার পানি সরিয়া যাওয়ার প্রেক্ষিতে আঞ্চলিকভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে। গতকাল ইত্তেফাক-এর এক সংবাদে জানা গিয়াছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজের যে সমস্ত ক্লাসের ফাইনাল পরীক্ষা বন্যার কারণে স্থগিত ছিল তাহা আগামী মঙ্গলবার অর্থাৎ ২০শে সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে।

বন্যা যে দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা জীবনকেও তছনছ করিয়া দিয়াছে উল্লিখিত সংবাদে তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। বন্যার দরুন তাহাদের পক্ষে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থিত হওয়া এতদিন সম্ভব হয় নাই। এখন বন্যার পানি নামিয়া যাইতে শুরু করিলেও তাহাদের পক্ষে স্ব-স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখনই উপস্থিত হওয়া এবং শিক্ষা গ্রহণ সম্ভব নয়। কারণ, বেশীরভাগ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্যা ত্রাণ কেন্দ্র খোলা হইয়াছে এবং সেখানে এখনো বন্যার্ত মানুষেরা আশ্রিত অবস্থায় রহিয়াছে। পক্ষান্তরে, বিভিন্ন স্থানে রাস্তাঘাট, সেতু, সাঁকো নষ্ট হইয়া যাওয়ায় এবং যানবাহন যথারীতি চলাচল শুরু না করায় ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হাজির হওয়া অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা সম্ভব হয় নাই। তবে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ আগামী মঙ্গলবার স্থগিত পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া নিজেদের কর্তব্য পালনে যেমন সততার পরিচয় দিয়াছেন তেমনি অন্যদের সজাগ করিয়া দিয়াছেন, দৈব-দুর্বিপাকের মধ্য দিয়াই ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া চালাইয়া যাইতে শিক্ষক ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করিতে হইবে। মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের এই উদ্যোগটিকে তাই আমরা প্রশংসা করি।

উল্লেখ অনাবশ্যক, দেশের সবচাইতে ক্ষতিগ্রস্ত সম্প্রদায় হইতেছে ছাত্র সমাজ। দেশে স্বাধীনতা যুদ্ধ হইয়াছে মাত্র ৯ মাস। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাবর্ষ পিছাইয়া গিয়াছে ৪ বছর। শিক্ষাবর্ষ পিছাইয়া যাওয়ার জন্য প্রথমাবস্থায় যুদ্ধকে দায়ী করা হইলেও পরিশেষে দেখা গিয়াছে, ইহার জন্য অধিক দায়ী এক শ্রেণীর ছাত্রের পরীক্ষা পিছানোর আন্দোলন, শিক্ষকদের একাংশের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদানে অনীহা, কোন কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া তাহাদের দল পাকানো, পরীক্ষার খাতা দেখিতে অহেতুক বিলম্ব করা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক শিক্ষাক্রম বজায় রাখিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সীমাহীন ব্যর্থতা। এ সমস্ত কারণে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে সেসন জট সৃষ্টি হইয়াছে ইহা পুনর্বার উল্লেখ না করিলেও চলে। তবে সবচাইতে দুঃখজনক বিষয় হইতেছে, সেসন জট নিরসন বা দূরীকরণে সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় সম্ভাব্য সব রকম সহযোগিতাদানে সম্মত হওয়া সত্ত্বেও একমাত্র প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া কোন বিশ্ববিদ্যালয় এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে অগ্রসর হইতে পারে নাই। কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয় সেসন জট দূরীকরণে বিভিন্ন দফাওয়ারী কর্মসূচী ঘোষণা করিয়াছে। কিন্তু এখনো বাস্তবে তাহার কিছুই দেখা যাইতেছে না। এখন আর একটি উদ্বেগের সৃষ্টি হইয়াছে--যাহারা সেসন জটের জন্য দায়ী তাহারা আবার এই বন্যাকে অজুহাত হিসাবে খাড়া করিয়া সেসন জট নিরসনের কর্মসূচী বানচাল করিয়া না দেয়। বন্যা এ বছর পূর্বের সকল রেকর্ড ছাড়াইয়া গিয়াছে বটে, তবে বন্যা বা প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের দেশে নতুন কিছু নয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের নিত্যসঙ্গী। তাই এই পরিস্থিতির মধ্য দিয়াই আমাদের অতিক্রম করিতে হইবে তাহা সে অর্থনীতি বা জীবন যাপনের বেলায় হউক, অথবা স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমের ক্ষেত্রে হউক। এ ব্যাপারে কোন প্রকার শৈথিল্য প্রদর্শিত হইলে আমাদের ছাত্র সমাজই কেবল আরো ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না, তাহাদের পিছনে পড়িয়া থাকার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত হইবে দেশও। তাই কি স্কুল-কলেজ, কি বিশ্ববিদ্যালয়--প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষকে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় খোলা ও ছাত্র-ছাত্রীদের যথানিয়মে শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যাপারে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হইবে।